গবেষণা সিরিজ-০২

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

নবী-রাসুল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

www.nagorikpathagar.org

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য

এবং

তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)
জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন
প্রফেসর অব সার্জারী
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
মহাখালী
রোড নং ২৮
ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৩৫০৮৮৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯৭
২য় সংস্করণ:এপ্রিল ২০০০
৩য় সংস্করণ: আগস্ট ২০০২
৪র্থ সংস্করণ: জুলাই ২০০৬
৫ম সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ
আম্মার্ কম্পিউটার্স
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১১২৭২
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২০/৮০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ:	৭
	❖ আল-কুরআন	৭
	❖ সুন্নাহ	৮
	❖ বিবেক-বুদ্ধি	৯
৩.	মূল বিষয়	১৬
৪.	বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য	১৭
৫.	আল-কুরআন অনুযায়ী নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য	২১
৬.	রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবন চরিত তথা সুন্নাহ অনুযায়ী নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য	২৩
৭.	হিজরাত থেকে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে শিক্ষা	২৫
৮.	নবী-রাসূলগণের অনুসরণের মাপকাঠি	২৭
৯.	মাপকাঠির বৈশিষ্ট্য	২৮
১০.	মাপকাঠির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির রায়	২৯
১১.	মাপকাঠির ব্যাপারে কুরআনের রায়	২৯
১২.	মাপকাঠির ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের জীবনী তথা সুন্নাহের রায়	৩১
১৩.	মাপকাঠিটি যে সঠিক তার প্রমাণ	৩২
১৪.	প্রতিরোধ যাদের নিকট থেকে আসবে	৩৩
১৫.	শেষ কথা	৩৪

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলমান ও অমুসলমানদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দেব?

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কি কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.nagorikpathagar.org

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, আমি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছি, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

www.nagorikpathagar.org

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলমানদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২,নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (স.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে (কারণ, কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা হলো হাদীস) কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখান সিয়াহ্ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (স.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.nagorikpathagar.org

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটি যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রকার স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করা এবং তারপর চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক একটা আয়াতে

www.nagorikpathagar.org

এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, তথা বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে বিপরীতধর্মী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (স.) এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (স.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (স.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যেগুলো কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়। হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণনাকারী সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ

www.nagorikpathagar.org

পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য হচ্ছে–

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلامُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন : যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি

www.nagorikpathagar.org

লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে **عَقْلَ** বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- **اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.** ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ.

www.nagorikpathagar.org

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোনো বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (স.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বাকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে।

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমনই তাতে সময়ও লাগে খুব কম।

গ. কোনো বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়।

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে:

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

খ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

www.nagorikpathagar.org

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (স.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (স.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততোই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারির শক্তি অথবা বন্দুক বা কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

www.nagorikpathagar.org

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ফলাফলকে সকলে মেনে নেয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উত্তৎ তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ক্রমধারাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (স.) তাঁর সুন্নাহের মাধ্যমে সে ক্রমধারাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্রমধারাটি (Flow chart) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা নামক বইটিতে। তবে ক্রমধারার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল -

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

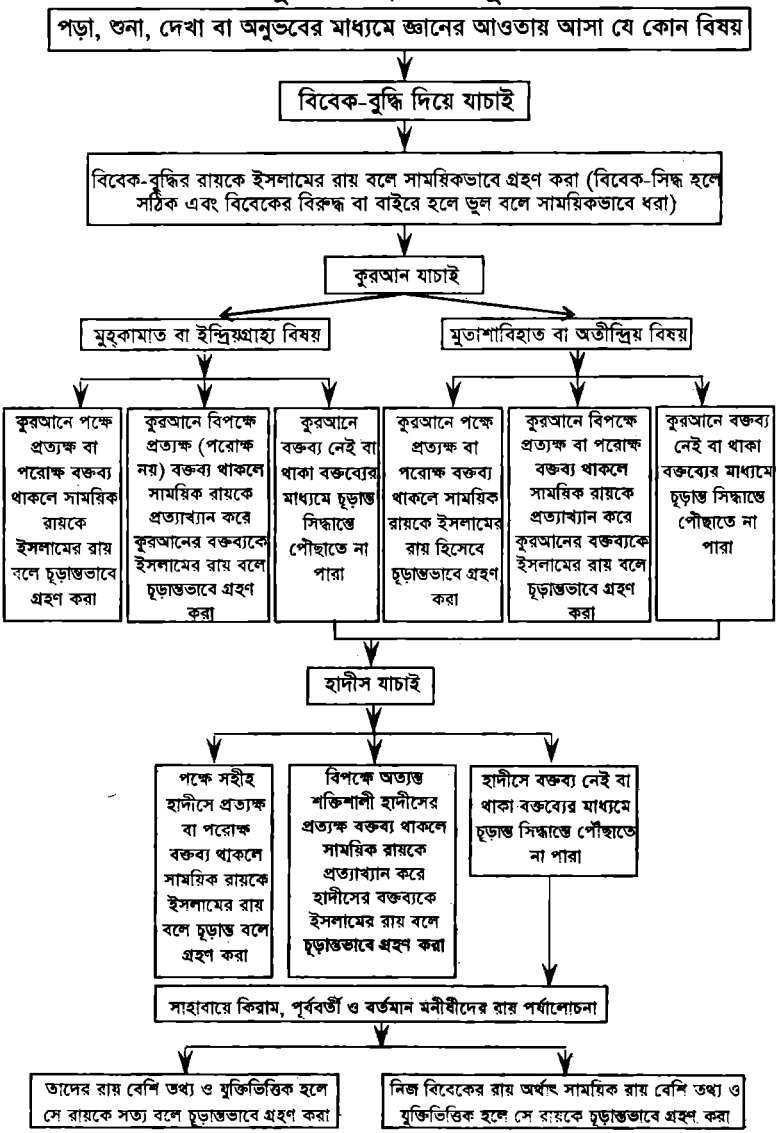

www.nagorikpathagar.org

মূল বিষয়
নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য

নবী-রাসূলের অনুসরণ করা ইসলামের একটি ফরজ কাজ এটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের কথা চালু আছে এবং তারা সেই বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নবী রাসূলগণকে অনুসরণ করে চলেছে।

কোন কাজে সফল হতে হলে সে কাজের উদ্দেশ্যটি প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হয় এবং সে কাজটি করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে এটি একটি চিরসত্য (Universal truth) বক্তব্য। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জেনে সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে কোন কাজ না করলে সে কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং নবী-রাসূলগণের অনুসরণ করে সফল হতে হলে তাঁদের পাঠানোর সঠিক উদ্দেশ্যটি প্রথমে জানতে হবে এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। একথাটিও একটি চিরসত্য কথা। আর জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে না রেখে কোন কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য হল-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ.

অর্থঃ মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে থাকা কোন কিছুই আমি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটা কাফের লোকদের ধারণা। আর ঐ ধরনের কাফের লোকদের জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। (সূরা সোয়াদ:২৭)

ব্যাখ্যাঃ আল-কুরআনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির মাধ্যমে যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে-

- ❑ মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে থাকা সকল কিছু অর্থাৎ নবী-রাসূল, মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদির প্রত্যেকটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে তাঁর একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

www.nagorikpathagar.org

- যারা মনে করে বা ধারণা করে,ঐ সকল কিছুর কোন একটিও মহান আল্লাহ্ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা কাফের।

- পরকালে ঐ কাফেরদের ঠিকানা হবে দোযখ।

মহান আল্লাহ্ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, নবী-রাসূল, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, খাবার-দাবার, কুরআন, নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদি যে সকল জিনিস বা বিষয় মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে, তার কোন কিছুকে তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন-এটা যারা মনে করবে বা ধারণা করবে, তারা কাফের এবং তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, যারা ঐ ধারণাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে, ঐ সকল জিনিস বা বিষয়টি কোন একটিকেও এমনভাবে অনুসরণ, ব্যবহার বা আমল করবে, যাতে ঐ জিনিস বা বিষয়টি প্রেরণ, সৃষ্টি বা প্রণয়নের পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি সাধন হয় না বা সে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে তা কোন ভূমিকা রাখে না, তবে সে ব্যক্তি বা সে ব্যক্তিদেরও আল্লাহর নিকট কাফের হিসেবে গণ্য হতে হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে আরো নিম্ন স্তরের দোযখ।

তাই চলুন কুরআন, হাদীস, ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে জানা যাক মহান আল্লাহ্ নবী-রাসূলগণকে কী উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন-

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নবী-রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য

নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ্র দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া, যাতে তাঁদের অবর্তমানে দুনিয়ার মানুষ ঐভাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যেতে পারে। নবী-রাসূলগণের উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় এ বর্ণনাটির ব্যাপারে আশা করি কোন মুসলমান দ্বিমত করবেন না।

তাহলে নবী-রাসূল (সা.) গণের দুনিয়ায় প্রেরণের আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝতে হলে দুটো বিষয় প্রথমে নির্ভুলভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। বিষয় দুটো হচ্ছে-

১. আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়।

আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ্ কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন অসতর্ক ধারণা বিদ্যমান। মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যটা বুঝা সহজ হয় মানুষের জীবনের সকল কাজকে নিম্নের কয়টি বিভাগে (Group) ভাগ করে নিলে।

১. উপাসনামূলক কাজ
যেমন: কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি।

২. ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ
যেমন: সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, কাউকে ফাঁকি না দেয়া, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজে পেট ভরে খাওয়া কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী না খেয়ে থাকা, নিজে প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকা কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর থাকার জন্যে কুঁড়েঘরও না থাকা, নিজের ভাল চিকিৎসা করা কিন্তু অন্যরা বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরা ইত্যাদি।

৩. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ
যেমন: খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা করা, বিশ্রাম করা, ব্যয়াম করা ইত্যাদি।

৪. পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ যেমন: সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অনেকেই মনে করেন ১নং ধারার কাজগুলো অর্থাৎ উপাসনামূলক কাজগুলো করা হচ্ছে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বাকিদের অধিকাংশই মনে করেন মানুষের জীবনের সকল কাজ করাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ঐ উভয় ধারণাই সঠিক নয়। আল-কুরআন ও আল-হাদীস অনুযায়ী আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। অর্থাৎ উপরের দুই নাম্বার ধারার কাজগুলো করা। মানুষের জীবনের অন্য সকল কাজ হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। আর পাথেয়গুলোর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপাসনামূলক কাজগুলো। কারণ, ঐ কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি করে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নামক বইটিতে।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায়

বিষয়টা বোঝা সহজ হবে যদি প্রথমে আমরা জানতে পারি, আল্লাহর মতে ন্যায়-অন্যায় কাজ কী কী। আল্লাহর মতে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রথম স্তরের মৌলিক, তার সবই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন। রাসূল (সা.) প্রয়োজন মত সেগুলো তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

এবার চলুন কুরআনে বর্ণিত ন্যায়-অন্যায় বিভাগের মৌলিক কাজগুলোর কয়েকটি দেখা যাক। সবগুলো বর্ণনা করা এই ছোট্ট পুস্তিকায় সম্ভব নয়।

১. মানুষেরা যাতে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে তার ব্যাবস্থা করা।

২. মানুষেরা যাতে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমল যথাযথভাবে পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৩. ধনীদের সঞ্চিত অর্থ সম্পদের ২.৫% যাকাত এবং ফসলের ৫ থেকে ১০% ওসর বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করে সমাজের বঞ্চিতদের কল্যাণে ব্যয় করা।
(সূরা বাকারা:১৭৭, নিসা:৩৬, তওবা:৬০)

৪. অবৈধ যৌনাচার চলতে থাকলে একদিন পৃথিবীতে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এটা বন্ধের জন্যে, অবৈধ যৌনাচারকারী বিবাহিত নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা এবং অবিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে অপমানকর শাস্তি প্রদান করা। (নূর:২)

৫. কোটি কোটি মানুষকে অবৈধ হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্যে অবৈধ হত্যাকারীকে তাড়াতাড়ি বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করা। এটাকে কুরআনে কেসাস্ বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, এই কেসাস্-এর আইন হচ্ছে তোমাদের জীবন। (বাকারা:১৭৯)

৬. ধনীরা চুরি করলে তাদের হাত কেটে দেয়ার ব্যবস্থা করা। পেটের দায়ে কেউ চুরি করলে তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে বরং চুরির কারণটা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা। (মায়েদাহ:৩৮)

www.nagorikpathagar.org

৭. সুদী অর্থ ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ জন্যে দরকার হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কারণ, সুদ হচ্ছে সমাজের বিত্তবানদের দ্বারা বিত্তহীনদের শোষণের ব্যবস্থা।
(বাকারা:২৭৯)

৮. সব ধরনের অশ্লীল কাজকে প্রতিরোধ করা। (নাহল:৯০)

৯. ঘুষ, দুর্নীতি, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি কাজকে প্রতিরোধ করার জন্যে সব ধরনের ব্যবস্থা করা। (নাহল:৯০)

১০. সমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচারকে উৎখাত করা এবং এর জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। (নিসা:৭৫)

১১. সৃষ্টি জগৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা। (আলে ইমরান:১৯১)

উপরে বর্ণিত ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি, কুরআনে হুবহু সেভাবে বর্ণনা করা নেই। কুরআনের মৌলিক নির্দেশের সঙ্গে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং রাসূল (সা.) ও পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণ সেটা যেভাবে বাস্তবে রূপদান করেছেন, তা মেলালে যেটা দাঁড়ায়, আমরা সেভাবে নির্দেশগুলো উল্লেখ করছি।

আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনে যে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার সব ক'টিই বাস্তবায়ন বা প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।

এ পর্যায়ে এসে তাহলে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের উপায় কী হতে পারে (যেটা নবী-রাসূল পাঠানের উদ্দেশ্য), সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছা, আশা করি, কারো পক্ষে তেমন কঠিন হবে না। কুরআনের যে নির্দেশগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু সেগুলোই কি আপনি পারবেন কোন অনৈসলামিক সমাজে বা বর্তমান বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে? অবশ্যই তা পারবেন না, যতক্ষণ না সেখানকার সরকার তা চাইবে। কুরআনে বর্ণিত দু'চারটি নির্দেশ হয়তো আপনি ঐভাবে পালন বা বাস্তবায়ন করতে পারবেন যেভাবে করলে ক্ষমতাসীন সরকার তার ইচ্ছা মত যে সকল আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করতে চায়, তাতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এ বক্তব্যে আশা করি কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না।

তাহলে আমরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ পৃথিবীর কোন দেশে শুধুমাত্র তখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যখন সে দেশের সরকার তা চাইবে।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ কুরআন বা ইসলাম সে দেশে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তা সম্ভব, অন্যথায় নয়। আর সমস্ত পৃথিবীতে তা করতে হলে, গোটা পৃথিবীতে কুরআন বা ইসলামকে বিজয়ী হতে হবে।

সুধী পাঠক,

আল্লাহর জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাণ যদি সাগরের পানির সমান হয়, তবে সকল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাণ (সেই সাগরের) এক ফোঁটা পানির পরিমাণের থেকেও কম। আর আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান থেকে অতি সামান্য যা দিয়েছেন তাই হচ্ছে মানুষের 'সঠিক' জ্ঞান-বুদ্ধি বা বিবেক-বুদ্ধি। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বলছে, কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় বা অন্যায় কাজের বাস্তবায়ন বা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে, কুরআন তথা ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা তথা শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ আমাদের বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় নবী-রাসূল পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য হওয়ার কথা কুরআন তথা ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা তথা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা।

আল-কুরআন অনুযায়ী নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য

এবার চলুন দেখা যাক, কুরআনে নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কী বক্তব্য আছে —

কুরআন বলছে —

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

অর্থ: তিনি সেই আল্লাহ্, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন।

(তওবা:৩৩, ফাত্‌হ:২৮, ছফ:৯)

ব্যাখ্যা: বক্তব্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল্লাহ্ কুরআনের ৩টি সূরায় এটা উল্লেখ করেছেন এবং আয়াতের উল্লিখিত অংশটুকু ৩টি সূরাতে একই রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি রাসূলগণকে পাঠিয়েছি হেদায়াত (অর্থাৎ বাস্তবায়নের পথ) ও সত্য জীবন বিধান দিয়ে (সমস্ত কুরআন পড়লে, দীন শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহে 'জীবন বিধান' বোঝা যায়) যাতে করে তারা এই সত্য জীবন বিধানকে পৃথিবীর অন্যান্য জীবন বিধানের উপর বিজয়ী করতে পারেন তথা শাসন ক্ষমতায় বসাতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্য করুন, কী অপূর্ব উপায়ে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য আমাদের জানাচ্ছেন। আয়াতটির উপরে বর্ণিত অংশে তিনি ৩টি জিনিস আমাদের জানিয়েছেন। যথা-

১. তিনি রাসূল (সা.) দেরকে পাঠিয়েছেন সত্য জীবন বিধান দিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন, দুনিয়ায় মানুষ যত মনগড়া জীবন বিধানে তৈরি করবে তার কোনটাই সত্য নয়, শুধু কুরআনে দেয়া জীবন বিধানই সত্য। সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা কিছু দিন চলার পর বর্তমানে ভেঙ্গে পড়ায় কুরআনের এই বক্তব্যের সত্যতা আবার প্রমাণিত হয়েছে।

২. তিনি রাসূল (সা.) দেরকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত দিয়ে অর্থাৎ ঐ জীবন বিধান বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা (Guide Line) দিয়ে।

৩. তাঁর রাসূল (সা.) পাঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর দেয়া পথ নির্দেশ অনুযায়ী (কাজ করে) তাঁর সত্য জীবন বিধানকে পৃথিবীতে মানুষের তৈরি অন্য সকল জীবন বিধানের উপর বিজয়ী করা। অর্থাৎ ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা বা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা।

তাহলে নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি যা বলেছিল কুরআনও তাই বলেছে।

আয়াতের শেষের অংশটুকু ৩টি সূরায় ২ রকম। যথা -

সূরা তওবা ও ছফে- وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থ: মুশরিকদের জন্যে সেটা যতই বেদনাদায়ক বা মনঃকষ্টের কারণ হোক না কেন।

সূরা ফাত্হে- وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا

অর্থ: এ মহাসত্যের ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

আয়াত তিনটির এই শেষ অংশে আল্লাহ্ দুটি জিনিস বলেছেন। যথা-

১. আয়াতটির বক্তব্য যে সত্য সে ব্যাপারে তাঁর (আল্লাহর) সাক্ষ্য যথেষ্ট অর্থাৎ সে ব্যাপারে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। কুরআনে বর্ণিত সমস্ত বক্তব্যই সত্য, তবুও আল্লাহ্ এই আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সেটার সত্যতার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

www.nagorikpathagar.org

২. যারা (কাফির, মুশরিক, নামধারী মুসলমান ইত্যাদি) এটা পছন্দ করে না অর্থাৎ যারা চায় না যে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত বেদনার বা মনঃকষ্টের কারণ হবে। এ কথাটি বলে আল্লাহ্ এই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর দীন বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক তা চায় না, তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধের চেষ্টা করবে অর্থাৎ নবী-রাসূল বা অন্য যে কেউই আল্লাহর দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে, তাঁকে বা তাঁদেরকে অবশ্যই বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত তথা সুন্নাহ অনুযায়ী নবী-রাসূল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য

এবার চলুন, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত পর্যালোচনা করে বোঝার চেষ্টা করা যাক তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণের পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী ছিল।

রাসূল মুহাম্মদ (সা.) নবুয়াত প্রাপ্তির আগে ৪০টি বছর কাটিয়েছেন তখনকার যুগের পৃথিবীর সব থেকে অসভ্য সমাজের মধ্যে। মক্কায় তখনকার সমাজ কেমন অসভ্য ছিল, তা বোঝার জন্যে তাদের জীবন্ত মেয়ে সন্তানদের কবর দেওয়ার বিষয়টাই যথেষ্ট। এই অসভ্য সমাজের মধ্যে থেকেও নবুওয়াতপূর্ব রাসূলের জীবন ছিল পূত পবিত্র। সব দিক থেকে তিনি এমন ভাল মানুষ ছিলেন যে, লোকেরা তাঁকে 'আল আমিন' অর্থাৎ বিশ্বাসী উপাধি দিয়েছিল। এই অতি ভাল মানুষটি নবুওয়াত পেয়ে যে দিন থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, সে দিন থেকেই মক্কার কাফেররা তাঁকে নানাভাবে প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করল। নবুয়য়াত প্রাপ্তির পর ১৩টি বছর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচার করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ঐ ১৩ বছরে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ ইসলামের বিধি বিধান মানার ব্যাপারে কোনরকম জোর-জবরদস্তি করেন নাই এবং মক্কার কাফেররা যে সমস্ত অন্যায় ও অনৈসলামিক কাজ করত, তা বন্ধের জন্যেও কোন রকম বল প্রয়োগ করেন নাই। এর পরও রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর যে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল, তার বর্ণনা পড়লে গায়ের লোম শিহরিত হয়ে ওঠে।

কেন মক্কার কাফেররা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে, (যারা সর্ব দিক দিয়ে অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন) এতো কঠোরভাবে প্রতিরোধ করল? এর কারণ একটিই– তা হচ্ছে, তারা কালেমা তায়্যিবার (যেটা বুঝে পড়ে ও মেনে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান হতে হয়) অন্তর্নিহিত অর্থ ও কুরআনের তখনকার সময়ে নাযিল হওয়া সূরাগুলো থেকে বুঝতে পারছিল যে, ইসলাম এসেছে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং তা যদি হয়ে যায়, তবে তারা যে সব অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ও মানবসভ্যতা ধ্বংসমূলক কাজ করছে তা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা নিষ্ঠুরভাবে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতিরোধ করতে নেমেছিল। তাদের এই কঠোর প্রতিরোধ, আল্লাহ্ সূরা তওবার ৩৩নং আয়াত ও সূরা ছফ-এর ৯নং আয়াতে (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) বলা কথাটির সত্যতা প্রমাণ করছিল। ওখানে আল্লাহ বলেছেন, নবী-রাসূল বা তাঁর অনুসারীরা, নবী-রাসূলদের পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপদান করার চেষ্টা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা তাঁদের প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

কঠোর নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে রাসূল (সা.) মক্কায় ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। এভাবে ১৩টি বছর চলে যাওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদিনায় চলে যেতে এবং সেখানেই ইসলামের কাজ করতে। মদিনায় গিয়ে, রাসূল (সা.) প্রথমেই ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে ঘোষণা করে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং রাসূল হিসাবে নিজেই সেই রাষ্ট্রের কর্ণধারের দায়িত্ব নিলেন। এরপর মাত্র ১০ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এই দশ বছরের মধ্যে মক্কাসহ বিরাট এলাকায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে, মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ইতিহাস সাক্ষী, নবুয়্যাতের প্রথম ১৩ বছরে (অর্থাৎ মক্কার সময়ে) যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, পরের ১০ বছরে (অর্থাৎ মদিনার সময়ে) তার থেকে অনেক অনেক বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এর একমাত্র কারণ, মদিনার ১০ বছরে মানুষ পরিপূর্ণ ইসলামকে দেখতে পেয়েছিল। ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকলে, সেখানে যে অনুপম সামাজিক সাম্য শান্তি বিরাজ করে, রাসূলের মদিনার ১০ বছরে মানুষ তা বাস্তবে দেখতে পেয়েছিল, তাই মানুষ দলে দলে তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

রাসূল (সা.) সারা জীবন মক্কায় থেকে ইসলামের কাজ করে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি কেন নিজ জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন? এ প্রশ্নের সহজবোধগম্য উত্তর হল, রাসূল (সা.) তাঁর আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞনের মাধ্যমে বুঝতে পারছিলেন যে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, বাস্তব অবস্থার (পরে আসছে) কারণে মক্কায় তখন তা সাধন করা সম্ভব ছিল না। সে উদ্দেশ্য হল ইসলামকে

www.nagorikpathagar.org

বিজয়ী শক্তি তথা শাসন ক্ষমতায় বসান। আর এটিই যে রাসূল (সা.) এর মদিনায় হিজরত করার পেছনে কারণ ছিল তা সহজে বোঝা যায়, মদীনায় পৌঁছে প্রথমেই রাসূল (সা.) এর একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া এবং রাসূল হওয়ার কারণে নিজেই তার শাসকের পদ গ্রহণ করার ঘটনার মাধ্যমে।

সুতরাং রাসূল (সা.) এর জীবনী তথা সুন্নাহ পর্যালোচনা করলেও সহজে বোঝা যায় তাঁকে তথা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে বিজয়ী করা।

হিজরাত থেকে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে শিক্ষা

হিজরত হচ্ছে রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াতী জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহ্ তো সারা জীবন রাসূলকে (সা.) মক্কায় ইসলামের কাজ করে যেতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে তিনি কেন সহায়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁকে মদিনায় গিয়ে ইসলামের কাজ করতে বললেন? এই কঠিন নির্দেশের মধ্যে দিয়ে, আল্লাহ্ রাসূলের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সময়ের আবর্তে মুসলমানরা সে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। আর তারা যে সেটা ভুলে গিয়েছে, তা বুঝা যায় তাদের ইসলাম পালনের ধরন দেখে। বর্তমান বিশ্বে তাদের অধঃপতনের এটা একটা প্রধান কারণ। হিজরাতের ঘটনার মাধ্যমে যে শিক্ষা আল্লাহ্ দিতে চেয়েছেন তা হচ্ছে—

১. ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে তাঁর সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করে। সেই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে একটা হচ্ছে, 'কোন এলাকার বা দেশের অধিকাংশ জনতা যদি কোন আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয়, তবে সেখানে সে আদর্শ বিজয়ী হতে পারে না বা বিজয়ী থাকতে পারে না অথবা বিজয়ী হওয়া ও থাকা খুবই কঠিন।' রাসূল (সা.) এর সময় মক্কার অধিকাংশ জনতা ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। কিন্তু মদিনার অধিকাংশ লোক ছিল ইসলামের পক্ষে অথবা নিষ্ক্রিয় বিরোধী। তাই আল্লাহ রাসূল (সা.) কে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গিয়ে ইসলামের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর শক্তির মাধ্যমে মক্কায় রাসূলকে (সা.) বিজয়ী করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ, তা করলে পরবর্তীকালে মুসলমানরা এই দোহাই দিতে পারত যে, 'রাসূল (সা.) ইসলামকে বিজয়ী করতে পেরেছিলেন অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে। আমাদের পক্ষে তো তা সম্ভব নয়, তাই আমাদের নির্ঝঞ্ঝাটে যতটুকু পারা যায়, ততোটুকু ইসলাম পালন করলেই চলবে।'

www.nagorikpathagar.org

২. প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যদি বুঝা যায়, নিজ এলাকায় ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয় বা ভীষণ কঠিন, কিন্তু অন্য এলাকায় সে সম্ভাবনা আছে বা অন্য এলাকায় ইসলাম বিজয়ী আছে, তবে যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের নিজ এলাকা ছেড়ে ওখানে চলে যেতে হবে এবং ওখানেই ইসলামকে বিজয়ী করার বা বিজয়ী রাখার চেষ্টা করতে হবে (তা না করলে কঠিন শাস্তির ঘোষণা কুরআন দিয়েছে, যেটা পরে আসছে)। কারণ, যে এলাকায় ইসলাম বিজয়ী নাই ঐ এলাকায় থাকলে, প্রকৃত মুসলমানদের আত্মা না চাইলেও অর্থাৎ আত্মাকে কষ্ট দিয়ে হলেও নানা করম অনৈসলামিক কাজ করতে হয় বা সহ্য করতে হয়। নিজ এলাকায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে বা বিজয়ী হওয়া কঠিন হলে যেখানে অন্য এলাকায় চলে যেতে বলা হয়েছে সেখানে নিজ এলাকায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সে চেষ্টা দৃঢ়ভাবে করতে হবে, এটা বোঝা সহজ নয় কি?

এই কথাগুলো আল্লাহ্ সূরা নিসার ৯৭ নং আয়াতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সহজে বোঝানোর জন্যে আল্লাহ্ তা ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

অর্থ: নিজের আত্মার উপর যুলুম করে চলছিল, এমন লোকদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমারা কী অবস্থায় ছিলে?' উত্তরে তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম।' তখন ফেরেশতারা বলবে, 'আল্লাহ্র জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করে যেতে পারতে?' এই লোকদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। তবে যে সব নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকা (সত্যি সত্যিই) অসহায় ও অক্ষম ছিলো এবং ভিটে মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তি ও অন্যান্য উপায়-উপকরণ যাদের ছিল না, তাদের কথা আলাদা। (নিসা:৯৭)

ব্যাখ্যা: অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করার জন্যে, মন চায় না তবুও মনকে কষ্ট দিয়ে নানা অনৈসলামিক কাজ করেছে বা সহ্য করেছে এমন মুসলমানদের, মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে, 'আত্মার কী অবস্থা

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে তোমরা তোমাদের জন্মভূমিতে ছিলে?' আত্মার প্রতি জুলুমকারী মুসলমানরা তখন বলবে, 'আমরা দুর্বল ছিলাম, তাই আত্মার প্রতি জুলুম করে আমরা আমাদের বাসস্থানে ছিলাম।' তখন ফেরেশতারা বলবে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করে যেতে পারতে?' অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়ায় কি এমন জায়গা ছিল না, যেখানে ইসলাম বিজয়ী ছিল বা যেখানে গিয়ে তোমরা ইসলামকে বিজয়ী করতে পারতে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে পরিপূর্ণ ইসলাম জীবন বিধান অনুযায়ী চলতে পারতে? এরপর ফেরেশতারা বলছেন, এই অপরাধের জন্যে তাদের পরিণাম হচ্ছে দোযখ এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। কুরআন আরো বলছে, ঐ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে কেবল তারাই, যাদের ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তি সামর্থ্য বা সহায়-সম্বল ছিল না।

কী পরিষ্কার কুরআনের কথা! রসূল (সা.) ও তাঁর জীবনে কুরআনের এই আয়াতের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ অধিকাংশ মুসলমান অনৈসলামিক সমাজে বাস করে, ঐ সমাজ যতটুকু অনুমতি দিচ্ছে মনে খুশি নিয়ে শুধু ততোটুকু ইসলাম পালন করেই ভাবছে তারা পরকালে শান্তিতে থাকবে। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের কী উপেক্ষা, তাই না?

নবী-রাসূলগণের অনুসরণের মাপকাঠি

শ্রদ্ধেয় পাঠক, বর্তমানে মুসলমানরা ইসলাম মানার ব্যাপারে নানা উপদলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক উপদলই প্রচার করে যে, তারাই সঠিকভাবে নবী-রাসূলদের অনুসরণ করছে অর্থাৎ সঠিকভাবে ইসলাম পালন করছে। এতে করে ইসলামের দুটো বিরাট ক্ষতি হচ্ছে, যথা -

১. সাধারণ মুসলমান, যাদের কুরআন-হাদীস সম্বন্ধে ততো জ্ঞান নেই, তারা কোন উপদলের অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে যায়: তাছাড়া বিভিন্ন উপদলের পরস্পর বিরোধী কথা শুনে সাধারণ মুসলমানরা ইসলামের প্রতিই বিরক্ত হয়ে যায়।

২. ইসলাম বিরোধী শক্তি, যে উপদলের বর্ণিত ইসলাম অনুসরণ করলে তাদের অনৈসলামিক কাজ চালিয়ে যেতে সুবিধা হবে বলে বুঝতে পারে, সেই উপদলের ইসলামকে বেশি করে প্রচার করে এবং সাধারণ মুসলমানদেরও তাদের অনুসরণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্যে মহাক্ষতিকর এই দুটো ব্যাপার এড়ানো যেত, যদি নবী-রাসূলদের অনুসরণের ব্যাপারে,'সহজে বোঝা যায়' এমন কোন

www.nagorikpathagar.org

'মাপকাঠি' পাওয়া যেত। সকল মুসলমান সেই মাপকাঠির মাধ্যমে যেমন নিজের নবী-নিজের অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তা মাপতে বা বিচার করতে পারত, তেমনই সাধারণ মুসলমানরা বিচার করতে পারত, বিভিন্ন উপদলের মধ্যে কোন উপদল সত্যিকারভাবে নবী-রাসূলদের অনুসরণ করছে। অর্থাৎ কোন উপদল সঠিকভাবে ইসলাম পালন করছে। ফলে তারা অনুসরণের ব্যাপারে সঠিক ব্যক্তি বা দলটিকে বাছাই করতে পারত। আল-কুরআনে এই মাপকাঠির ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। আর নবী-রাসূলদের জীবন পর্যালোচনা করলেও তা সহজে বুঝা যায়। চলুন এবার সেই মাপকাঠিটা কী তা দেখা যাক-

মাপকাঠির বৈশিষ্ট্য

কোন কিছুকে কোন একটি বিষয়ের মাপকাঠি হতে হলে তার মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই থাকতে হবে-

১. মাপকাঠিকে সব সময় একই জিনিস বা বিষয় হতে হবে।

২. যে জিনিস বা বিষয়কে মাপা হবে, মাপকাঠিটি সেই জিনিস বা বিষয়ের কোন এক বা একাধিক অংশ বা বিষয় হতে পারবে না। মাপকাঠিটিকে এমন জিনিস বা বিষয় হতে হবে যা দিয়ে মাপকৃত জিনিস বা বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। উদাহরণস্বরূপ চলুন বাংলাদেশের সকল স্কুলের মান যাচাই করার মাপকাঠির ব্যাপারটা দেখা যাক। প্রতি স্কুলে বিভিন্ন বিষয় (ইংরেজি, বাংলা, অংক, ইসলামিয়াত, বিজ্ঞান ইত্যাদি) শিক্ষা দেয়া হয়। স্কুলের মান যাচাইয়ের মাপকাঠি ঐ বিষয়গুলোর একটি বিষয়ে একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন করেছে, তা হবে না। মাপকাঠিটি হতে হবে এমন কিছু যা দিয়ে স্কুলের মানকে সামগ্রিকভাবে মাপা যাবে। অর্থাৎ কতভাগ ছাত্র S.S.C পরীক্ষায় পাস করেছে বা ফেল করেছে ইত্যাদি।

৩. মাপকাঠিটা এমন হলে ভাল হয় যেন সকল মানুষ সহজে তা ব্যবহার করতে পারে।

মাপকাঠির ব্যাপারে উপরে বর্ণিত চিরসত্য (Universal Truth) বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পর আমরা সহজে বলতে পারি নবী-রাসূলদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা, তা বুঝার মাপকাঠির গুণাগুণ হবে–

১. মাপকাঠিটি হবে এমন কোন বিষয় যা সকল নবী-রাসূলের (আ.) জীবনে ঘটেছে,

২. মাপকাঠিটি নবী-রাসূলগণের করণীয় কোন কাজ হতে পারবে না,

www.nagorikpathagar.org

৩. মাপকাঠিটি সকলে সহজে বুঝতে পারে এমন বিষয় হলে ভাল হয়।

চলুন এবার, বিবেক-বুদ্ধি, আল-কুরআন ও নবী-রাসূলদের জীবনী- এই ৩টি মাধ্যমের সাহায্যে দেখা যাক, নবী-রাসূলদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা বুঝার মাপকাঠিটি কী হবে-

মাপকাঠির ব্যাপারের বিবেক-বুদ্ধির রায়

আল-কুরআন অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।' এই ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক সুবিধার জন্যে ঐ অন্যায়গুলো করছে বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, তারা বাধা দিবে অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে বাধা বা প্রতিরোধ আসবে, এটা দিবালোকের মত সত্য। আর প্রত্যেক সমাজে কায়েমী স্বার্থবাদী ঐ ধরনের লোক কিছু না কিছু থাকে, এটাও একটা চিরসত্য বিষয়। তাই সহজেই বোঝা যায় মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য যে কেউই বাস্তবায়ন করতে যাক না কেন, তাকে অবশ্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, কুরআন অনুযায়ী নবী-রাসূল, পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া'। তাই সহজেই বোঝা যায় সকল নবী-রাসূলকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী প্রতিরোধ হবে নবী-রাসূলগণের অনুসরণের মাপকাঠি।

অতএব আমাদের বিবেক-বুদ্ধির রায় হল নবী-রাসূলদের দুনিয়ায় পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যকে যারাই বাস্তবে রূপদান করতে যাবে, তাদের সকলকে অবশ্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

মাপকাঠির ব্যাপারে কুরআনের রায়

তথ্য-১

পূর্বেই বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে নবী-রসূলদের পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে যেয়ে, সূরা তওবার ৩৩ নং আয়াত ও সূরা ছফ্-এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, 'নবী-রাসূলদের পাঠানো হয়েছে সত্য জীবন বিধান

www.nagorikpathagar.org

এবং তা বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ দিয়ে, যাতে তারা পৃথিবীর অন্য সব ভ্রান্ত জীবন বিধানের উপর সেটাকে বিজয়ী করতে পারেন'।

এরপর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ বলছেন, নবী-রাসূলদের ঐ কাজটি মুশরেকদের জন্যে যতোই মনঃকষ্টের কারণ হোক না কেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন, নবী-রাসূলদের ঐ কাজটি অবশ্যই ইসলাম বিরোধীদের মনঃকষ্টের কারণ হবে, আর তার ফলস্বরূপ তারা নবী-রাসূলদের প্রতিরোধে নামবে।

সুতরাং আল্লাহ্ এই দুটি সূরায় পরোক্ষভাবে বলে দিলেন যে, 'প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করতে যেয়ে বিরোধীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তথ্য-২

সূরা ইয়াসিনের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন,

يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ.

অর্থ: বান্দাদের জন্যে অনুশোচনা, তাদের কাছে এমন কোন নবী-রাসূল যায় নাই, যাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ (নির্যাতন) ইত্যাদি করা হয় নাই। (ইয়াসিন:৩০)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তায়ালা এখানে দুঃখ করে বলছেন এমন কোন নবী-রাসূল দুনিয়ায় যান নাই, যাঁদের প্রতি দুনিয়ার মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নিপীড়ন-নির্যাতন তথা প্রতিরোধ করে নাই।

তথ্য-৩

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانُوا بِه يَسْتَهْزِئُوْنَ.

অর্থ: এমন কোন নবী যায় নাই যার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নির্যাতন ইত্যাদি করা হয় নাই। (যুখরুফ:৭)

❑❑ সূরা ইয়াসিনের আয়াতটির 'রাসূল' শব্দটির স্থানে সূরা যুখরুফে 'নবী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল বা নবী সকলকেই আল্লাহ্ এই বক্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই আল্লাহ্ সূরা ইয়াসিন এবং সূরা যুখরুফের এই আয়াত দুটোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ীও 'প্রতিরোধ' হল নবী-রাসূলগণের অনুসরণের মাপকাঠি।

www.nagorikpathagar.org

মাপকাঠির ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের জীবনী তথা সুন্নাহের রায়

এবার আসুন, আমরা নবী-রাসূলদের দুনিয়ার জীবন পর্যালোচনা করে দেখি, কোন কোন ঘটনা তাঁদের সবার জীবনে ঘটেছে -

- ইসলামকে বিজয়ী করা (যেটা তাদের দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য) --- সঙ্গত কারণেই বেডকর ভাগের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।
- শরীয়তের বিধান --- সবার এক ছিল না।
- অনুসারী সাহাবীর সংখ্যা --- বিভিন্ন ছিল।
- স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের ইসলাম গ্রহণ --- সবার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনরা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।
- উপাসনার অনুষ্ঠান --- সবার জন্যে এক রকম ছিল না।
- পোশাক-পরিচ্ছদ --- সকলের এক ছিল না।
- খাবার-দাবার --- সবার এক ছিল না।
- প্রতিরোধ অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অত্যাচার, নির্যাতন, খুন-যখম, বহিষ্কার ইত্যাদির একটি, অনেকটি বা সব ক'টি --- সবার বেলায়ই ঘটেছে।

এভাবে যতভাবে সম্ভব, নবী-রাসূলদের দুনিয়ার জীবনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি মাত্র জিনিস তাঁদের সবার জীবনে ঘটেছে, তা হচ্ছে 'প্রতিরোধ'। অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ীও প্রতিরোধ হল নবী-রাসূলগণের অনুসরণের মাপকাঠি।

নবী-রাসূলগণের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

তাহলে বিবেক-বুদ্ধি, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলগণের জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নবী-রাসূলগণের জীবনে একটি মাত্র জিনিস বা ঘটনা পাওয়া যায়, যা তাদের সবার বেলায় ঘটেছে। আর তা হচ্ছে 'প্রতিরোধ' অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অত্যাচার-নিপীড়ন, নির্যাতন, বহিষ্কার, খুন-খারাবি ইত্যাদি। নবী-রাসূলদের প্রত্যেকের জীবনে এর একটি, অনেক কটি, না হলে সব কটিই ঘটেছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই 'প্রতিরোধই' হচ্ছে নবী-রাসূলগণের অনুসরণের 'মাপকাঠি' অর্থাৎ তাদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি।

www.nagorikpathagar.org

মাপকাঠিটি যে সঠিক তার প্রমাণ

'প্রতিরোধই' যে নবী-রাসূলদের অনুসরণের মাপকাঠি তার প্রমাণ হচ্ছে সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্ বেহেশতে যাওয়ার 'মাপকাঠি' কী, সেটা বলে দিয়েছেন। নবী-রাসূলদের সঠিক অনুসরণ যে করবে, সে বেহেশতে যাবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই বেহেশতে যাওয়ার 'মাপকাঠি' যেটা হবে, নবী-রাসূলদের অনুসরণের সঠিক মাপকাঠিও তাই হবে।

আয়াতটিতে আল্লাহ্ বলছেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ.

অর্থঃ তোমরা কি মনে করেছ অতি সহজে বেহেশতে চলে যাবে? অথচ এখনওতো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় উদাহরণ উপস্থিত হয় নাই। তাদেরকে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নে এমনভাবে জর্জরিত করা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছে) আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (বাকারা : ২১৪)

ব্যাখ্যাঃ যে সব মুসলমান ইসলামের কাজ করতে যেয়ে বিপদ-আপদ ও অত্যাচার-নির্যাতন দেখলে অধৈর্য হয়ে পড়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, অতি সহজে বেহেশতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি (যারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল) যে রকম কঠিন বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন এসেছিল তোমাদের প্রতি তো এখনও সে রকম আসে নাই। অত্যাচারের স্টীমরোলার এত নির্দয়ভাবে তাদের উপর চালানো হয়েছিল যে তখনকার রাসূল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনা ব্যক্তিগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল, (আমরা তো আর পারছি না) আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে?' তখন তাদের জানানো হয়েছিল, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বেহেশতে যাওয়ার মাপকাঠি সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। সে মাপকাঠি হচ্ছে 'প্রতিরোধ' অর্থাৎ বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন ইত্যাদি। যারা ইসলামের কাজ করতে যেয়ে অল্প

www.nagorikpathagar.org

বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন দেখে অধৈর্য হয়ে যায় তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, তারা এখনও বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হয় নাই। তিনি আরো বলেছেন, পূর্বে যারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলো তাদের প্রতি আসা কঠোর নির্যাতনই হচ্ছে বেহেশতে যাওয়ার মাপকাঠি। এর কারণ হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন যে উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে 'অত্যাচার-নির্যাতন' অবশ্যই আসবে।

প্রতিরোধ যাদের নিকট থেকে আসবে

এ পর্যায়ে এসে মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, প্রতিরোধ কাদের নিকট থেকে আসবে। এর উত্তর পাওয়া ও বুঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়ে গেলে অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হয়ে গেলে সমাজের, দেশের বা পৃথিবীর যাদেরই স্বার্থের হানি হবে, তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসবে। আর যে উপদলের স্বার্থ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার কাছ থেকে সে পরিমাণই প্রতিরোধ আসবে। তাই প্রতিরোধ বেশি আসবে এবং ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় নবী-রাসূলদের প্রতি প্রতিরোধ বেশি এসেছিল, নিম্নের উপদলগুলোর সকলের নিকট থেকে -

১. অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তিই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রতিরোধও সব থেকে বেশি আসে বা আসবে এই শক্তির কাছ থেকে।

২. অনৈসলামী সাংস্কৃতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে অনৈসলামী সাংস্কৃতিক চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ শক্তির নিকট থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

৩. অনৈসলামী ব্যবসায়িক শক্তি

অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাদেরও স্বার্থের যথেষ্ট হানি ঘটবে। তাই তারাও প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

৪. প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি

সকল সমাজে কোন না কোন ধর্মীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সমাজে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই, সেখানে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তি কোন না কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভ্রান্ত ইসলামী শক্তির নিকট থেকেও যথেষ্ট

www.nagorikpathagar.org

প্রতিরোধ আসে। এই শক্তির একটা বিশেষ দিক হল, যেহেতু তারা ইসলামের নামেই কথা বলে তাই সাধারণ মানুষ তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে। আর এটা তো একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা (Universal truth) যে, যে ভুল জানে তাকে সঠিক কথা গ্রহণ করানো, যে মোটেই জানে না তাকে গ্রহণ করানোর চেয়ে অনেক কঠিন।

শেষ কথা

উপরে বর্ণিত তথ্যগুলো জানার পর, আমার তো মনে হয়, কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্বাস করে এবং বিবেকবান কোন মুসলমানের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, নবী-রাসূল (সা.) পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর দীন অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে, দেশে বা পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসাবে তথা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা, তা বোঝার মাপকাঠি হল 'প্রতিরোধ' অর্থাৎ অত্যাচার-নির্যাতন।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজ কাজ নয়। এটা করতে গেলে সর্বপ্রথম ঐ কাজ করার উপযোগী মানুষ তৈরি করতে হবে। আর তা করতে হলে যে কাজগুলো করতে হবে, তা হচ্ছে-

১. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো মানুষকে জানানো।
২. কিতাবের বিষয়গুলো প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝানো বা শিখানো।
৩. মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে (অর্থাৎ মন-মগজ, চিন্তা-ভাবনা, উপাসনা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক,আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) যতো রকম অনৈসলামিক জিনিস আছে তা থেকে তাদেরকে পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করা।
৪. আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধান অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে জানানো ও বোঝানো এবং তাদের এ ব্যাপারে গবেষণা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা।

যে কোন আদর্শ বিজয়ী করতে হলে এ ধরনের কাজ যে পূর্ব শর্ত, আশা করি এটা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। কুরআনও এই ৪টি কাজকে নবী-রাসূলদের কাজ হিসাবে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আল্লাহ্ ৩টি সূরার ৪টি আয়াতে তা উল্লেখ করেছেন। সূরা ও আয়াতগুলো

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছেঃ বাকারা ১২৯ নং ও ১৫১ নং, আলে-ইমরান ১৬৪ নং ও জুমুয়া ২ নং। সূরা আল ইমরানের আয়াতটি হচ্ছে -

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ.

অর্থঃ ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ্ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদের মধ্য হতে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনান, তাদের জীবনকে পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন। অথচ আগে এই সমস্ত লোক সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

(আলে-ইমরান:১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ বলেছেন তিনি ঈমানদারদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়ে। ঐ রাসূল ৪টি কাজ তাদের জন্যে করেছেন। যথা –

১. তাদের আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন।
মাতৃভাষা হওয়াতে আরবরা আয়াত শুনেই তার বক্তব্যের অধিকংশই বুঝতে পারত।

২. তাদের জীবনকে পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করেছেন।
অর্থাৎ তাদের জীবনের প্রতিটি দিকে যে সব অনৈসলামিক বিষয় ছিল, তা থেকে তাদের পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করেছেন।

৩. তাদের কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ কিতাবের বিষয়গুলোকে দরকার মতো ব্যাখ্যা ক. . ুঝিয়ে দিয়েছেন।

৪. তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান (অর্থাৎ ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী করতে গেলে এবং বিজয়ী রাখতে গেলে যে সকল সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান জানা দরকার সে সব) শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে সব ব্যাপারে গবেষণার জন্যেও তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।
এ জন্যেই রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকশত বছর পর্যন্ত মুসলমানরা সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজকের পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধিপত্যকারী দেশগুলো থেকে তখন মানুষ মুসলমানদের নিকট আসত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখতে। আর আজ মুসলমানরা যায় তাদের কাছে তা শিখতে। কী দুর্ভাগ্য!

www.nagorikpathagar.org

ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের কওমী মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান বলে কোন বিষয়ই নেই। অথচ কুরআন পড়লে বুঝা যায় কী অপরিসীম গুরুত্ব সেখানে বিজ্ঞানকে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

বাকি দুই জায়গার আয়াতের প্রথম ও শেষে অন্য কথা থাকলেও আসল ৪টি কথা একই আছে। আর সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে বিষয় ৪টি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর, আল্লাহর নিকট চাওয়া দোয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেকে অসতর্কভাবে এই ৪টি কাজকে নবী-রাসূলদের পাঠানোর 'আল্লাহর উদ্দেশ্য' হিসাবে ধরে নিয়েছেন এবং শুধু এই ৪টি কাজের দুই একটি করেই তারা নবী-রাসূলগণের (সা.) সঠিকভাবে অনুসরণ করছেন বলে মনে করছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচনার পর নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরআন ও নবী-রাসূলগণের জীবনী বলছে, তাদের সে ধারণা সঠিক নয়। নবী-রাসূলদের পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা'। আর ঐ ৪টি কাজ হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার উপায়, ব্যবস্থা বা প্রোগ্রাম। যদি এ ৪টি কাজ করার সময় নবী-রাসূলদের (সা.) পাঠানোর আসল উদ্দেশ্যকে সামনে না রাখা হয়, তবে তা দ্বারা যে সব লোক তৈরি হবে, তাদের দ্বারা ইসলামের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। ডাক্তারি বিদ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা। আর মেডিকেল কলেজগুলোর কাজ হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ ডাক্তার তৈরি করা। এখন যদি কোন মেডিকেল কলেজ ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে ডাক্তার তৈরি করে তবে সেখান থেকে যে ডাক্তার তৈরি হবে মানুষের রোগ নিরাময় তাদের উদ্দেশ্য হবে না। তাই তারা যখন ডাক্তারী করবে তখন তাদের দ্বারা মানুষের রোগ নিরাময় তো হবেই না, বরং যা হবে তা হচ্ছে –

১. ডাক্তারী বিদ্যার কোন সুফল মানুষ পাবে না।
২. ডাক্তারী বিদ্যার প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ ডাক্তারী বিদ্যার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে।
৩. যেহেতু ঐ ডাক্তাররা নামে ডাক্তার, তাই মানুষ তাদের কথা ডাক্তারী বিদ্যার কথা হিসাবে সহজে গ্রহণ করবে এবং প্রতারিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

তাই, নবী-রাসূল (সা.) গণের পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে যারা তাঁদের অনুসরণ করতে যাবে অর্থাৎ ইসলামের কাজ করতে যাবে, তাদের দ্বারা যা হবে, তা হচ্ছে–

১. তারা এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও ইসলামের সুফল পাবে না।
২. ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে।
৩. চেহারা, বেশভূষা ও কথাবার্তায় তাদের ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলে মনে হবে, তাই তাদের তথা মানুষ সহজে ইসলামের কথা বলে গ্রহণ করবে এবং পরিনামে প্রতারিত হবে।

বর্তমানে বিশ্বে যারা নবী-রাসূল (সা.) পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে ইসলামের কাজ তথা নবী-রাসূলগণের অনুসরণ করছে, তাদের দ্বারা ইসলামের উপরোক্ত ৩টা ক্ষতি হচ্ছে, তারা বুঝতে না পারলেও সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা দেখে তা সহজে বোঝা যায়।

সারা বিশ্বের মুসলমানরা আজ নবী-রাসূল (স.) গণের অনুসরণের ব্যাপারে নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ বলছে, আমরা দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে নবী-রাসূলদের (সা.) সঠিক অনুসরণ করছি, কেউ বলছে শিক্ষা দানের মাধ্যমে আমরা নবী-রাসূলদের (সা.) সঠিক অনুসরণ করছি, কেউ বলছে আত্মশুদ্ধির শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমরা তা করছি ইত্যাদি।

সুধী পাঠক, এ পর্যায়ে এসে পুস্তিকায় উল্লেখিত তথ্যসমূহ এবং কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করার কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে (যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ' নামক বইটিতে) তা সামনে রাখলে সহজেই বলা যায় নবী-রাসূলগণের অনুসরণ সঠিক হওয়া তথা কবুল হওয়ার জন্যে যে শর্তসমূহ অবশ্যই পূরণ করতে হবে তা হল-

১. নবী-রাসূলগণের অনুসরণের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে,
২. নবী-রাসূলগণের অনুসরণের সময় যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁদের দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে (ইসলামকে বিজয়ী বা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার) তা সাধিত হচ্ছে বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে,

www.nagorikpathagar.org

৩. প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিভাগের যে সকল পাথেয়মূলক কাজ নবী-রাসূলগণ করেছেন সেগুলোকে তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করতে হবে,

৪. বিভিন্ন কাজ নবী-রাসূলগণ যে সকল পদ্ধতি অনুযায়ী করেছেন ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করেই তা পালন করতে হবে,

৫. নবী-রাসূলগণের কৃত কোন মৌলিক কাজ বা আমল পালন করা হতে দূরে থাকা যাবে না,

৬. নবী-রাসূলগণের কৃত আমল গুরুত্ব অনুযায়ী পালন করতে হবে।

৭. নবী-রাসূলগণের কৃত আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর (নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি) অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা হতে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে,

৮. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

এই আটটি শর্ত পূরণ করে যে ব্যক্তিই নবী-রাসূলগণের অনুসরণ করবেন তার উপর প্রতিরোধ অবশ্যই আসবে। আর প্রতিরোধ আসবে পূর্বে উল্লিখিত ৪টি (চার) বিভাগের প্রত্যেকটির নিকট থেকে।

কোন ব্যক্তি বা দলের কর্মকাণ্ডে যদি উপরের ৮টি (আট) বিষয় এবং প্রতিরোধ একসঙ্গে উপস্থিত না থাকে তবে সেই ব্যক্তি, দল বা উপদলের চেহারা, বেশভূষা ও কথাবার্তা শুনে যতই মনে হোক যে তারা নবী-রাসূলদের (সা.) সঠিক অনুসারী, আসলে ঐ ব্যাপারে তার বা তাদের মধ্যে মৌলিক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন বা ইসলাম মানার ব্যাপারে তার বা তাদের মধ্যে মৌলিক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আর কুরআন তথা মৌলিক ইসলামের যারা কিছু মানে বা করে এবং কিছু মানে না বা করে না, দুনিয়ার জীবনে তাদের ভোগ করতে হবে লাঞ্ছনা আর পরকালে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি, এ কথা আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে, যেটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সবশেষে আসুন আমরা সবাই কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের আল-কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নবী-রাসূল (স.) গণের সঠিক অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন:০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে

www.nagorikpathagar.org